LAL GOLAP

"Sushanta Das"

LAL GOLAP
Published by Subhankar Dey, Kamalini Prakashan Bibhag
13, Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330, 2219 7920 Fax : (033) 2219 2041
₹ 000.00

ISBN 978-93-81687-18-5

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১২, মাঘ ১৪১৮

কমলিনী প্রকাশন বিভাগের পক্ষে শুভঙ্কর দে কর্তৃক ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ থেকে প্রকাশিত, সুভাষচন্দ্র দে কর্তৃক বিসিডি অফসেট, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ থেকে মুদ্রিত এবং দিলীপ দে কর্তৃক লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্স ১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে বর্ণসংস্থাপিত।

৫০ টাকা

সুশান্ত দাশ

লাল গোলাপ

জীবন সংগ্রাম আমি দেখিনি, শুনেছি। ষাটের দশকে একটি ষোলো-সতেরো বছরের যুবক বাংলাদেশ থেকে কপর্দকশূন্য অবস্থায় কোলকাতা এসেছিলো আরও হাজার হাজার শরনার্থীর মতোন। তিনি আমার বাবা। রাতের পর রাত শিয়ালদহ স্টেশনের ধারে কেটেছে শুনেছি। নেতাজিনগর কলোনীর ১ নম্বর ওয়ার্ডের মাঠের পাশের একটি বাড়ীতে জন্ম আমার। সেখানেই একটি ছোট্ট ঘরে ভাড়া থাকতাম আমি, বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা আর আমার ছোট্ট বোনু। দিনে আঠারো কুড়ি ঘন্টা কাজ করতে দেখেছি বাবাকে প্রতিদিন। অন্তত কুড়ি বছরের সাক্ষী আমি নিজেই। স্বপ্ন একটাই ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে। আজ বাবা একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চেয়ারম্যান। আর আমি এসব কথা বলতে পেরে গর্বিত সন্তান। আমি শুধু অঙ্গীকার করতে পারি বাবার স্বপ্নকে সার্থক করার। আর বাবার স্বপ্নগুলো আমি জানি, স্পষ্ট জানি।

আমি জানি এই বইটিও আমার বাবার স্বপ্নের।

ISBN : 978-93-81687-18-5

লাল গোলাপ

সুশান্ত দাস

কলকাতা ৭০০ ০৭৩
পরিবেশক
দে'জ পাবলিশিং

LAL GOLAP
Published by Subhankar Dey, Kamalini Prakashan Bibhag
13, Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330, 2219 7920 Fax : (033) 2219 2041
₹ 000.00

ISBN 978-93-81687-18-5

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১২, মাঘ ১৪১৮

কমলিনী প্রকাশন বিভাগের পক্ষে শুভঙ্কর দে কর্তৃক ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ থেকে প্রকাশিত, সুভাষচন্দ্র দে কর্তৃক বিসিডি অফসেট, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ থেকে মুদ্রিত এবং দিলীপ দে কর্তৃক লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্স ১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৬ থেকে বর্ণসংস্থাপিত।

৫০ টাকা

বইটি সকলকে উৎসর্গ করলাম
যারা বইটিকে ভালোবাসবেন

সূচি

লাল গোলাপ	৯
সুখ	১১
আর একটু থাকো	১৩
সকাল ডাকছে	১৪
তাজমহল	১৫
আলোছায়া	১৭
সাত সকালে	১৮
দশ বছরের ভারতমাতা	১৯
সময়	২১
কান্না	২২
একা	২৩
বর্ষাবিভ্রাট	২৪
একটা ফোটা	২৬
কবিতা লিখিনি	২৭
এই বৃষ্টি	২৮
মেঘনায় একদিন	৩০
যদি ভালোবাসো	৩১
জীবন	৩৩
রক্ত খেকো কাক	৩৫
দ্বিচারিতা	৩৬
অসহ্য	৩৭
শিকড়ের খোঁজ	৩৮
স্বপ্ন	৩৯
স্মৃতি	৪০

পাশে থেকো	৪২
তুমি কোথায়	৪৩
প্রিয়তমাকে	৪৫
পাশে নেই	৪৭
কি করব	৪৮
একটাই পৃথিবী	৫০
মেঘ	৫২
কথা শোনো	৫৪
স্কুলের পড়া	৫৫
উত্তর জানা নেই	৫৭
ভালো লাগে	৫৮
বাঁশি	৫৯
সবুজ হলুদ	৬০
জয়গান	৬১
দেখো	৬২
একটু জীবনের জন্যে	৬৩

লাল গোলাপ

এসো ভাই বন্দুক ফেলে দিয়ে
লাল গোলাপ হাতে তুলে নাও।

সকালবেলায়—
যে জীবনের লাশ ফেলে দিয়েছিলে পিচরাস্তায়,
খবরের কাগজের হাত ঘুরে
তার রক্তের দাগ লেগেছে
কোটি কোটি দেশবাসীর ড্রইংরুমের কোণায়।

চেয়ে দেখো—
তার একজোড়া দুধের শিশু ল্যাংটো শরীরে
ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে
উঠোনে আছড়ে পরা মা ঠাকুমার দিকে,
হায়!
ওদের বাবার লাশ খবরের কাগজের প্রথম পাতায়
আর পিচরাস্তার ধুলোয় লুটায়।
এসো ভাই বন্দুক ফেলে দিয়ে
লাল গোলাপ হাতে তুলে নাও।
আর একটা জীবনের বুকে ছুরি বসানোর আগে
ওর মায়ের মুখ চেয়ে দ্যাখো,
ভিক্ষার ঝুলি হাতে দাঁড়িয়ে ঐ পথের বাঁকে
এক অসহায় বিধবা মা।
থেমে যাও ভাই,
বন্দুক ফেলে দিয়ে লাল গোলাপ হাতে তুলে নাও।

ঐ পিতৃহারা শিশুদের
চকোলেট ললিপপ না দিতে পারো
একটা লাল গোলাপ হাতে দিয়ে
কোলে তুলে নিও,

গাল ছুঁয়ে একবার বোলো
"তোকে ভালোবাসি, এ্যাই ছেলে তোকে খুব ভালোবাসি"
একটাই জীবন
এসো ভাই একসাথে বাঁচি সব্বাই।
এসো ভাই বন্দুক ফেলে দিয়ে
লাল গোলাপ হাতে তুলে নাও।

সুখ

পায়ের নীচে এক টুকরো আকাশ
আমাকে মিছিমিছি ডাকে,
মেঘেরা দলে দলে
শীত শীত আমেজে
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়,
ঘুম ঘুম আবেশে
বসে থাকি কোন এক নিশ্চিন্ত পাহাড় চূড়ায়।
বুকের কাপড়ে জড়িয়ে রেখেছি
এক একখানা কবিতার বই,
দু দুটি বুনো হাঁস
প্যাক প্যাক ক'রে পথ হাটে
আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তায়,
পাহাড়ের গায়ে গায়ে জ্বলে আছে
কত শত তারার আলো অগুনতি,
মাদলের তালে তালে নেশা জাগে
দূর দূরান্তের গাঁয়ে গাঁয়ে,
মহুয়ার মাতলামো সাঁওতাল রমণীর রাতজাগা বাসরে,
ঘরে ঘরে।

শীত শীত আমেজে আসক্ত মন প্রাণ,
তবু বুকে পিঠে সারা গায়ে
দেশলাই জ্বালিয়ে দিয়েছো তুমি,
এক একখানা কবিতার লাইন,
মহুয়ার সৌরভে আসক্ত
এক একটি রমণীর আঁধবোজা চোখ,
এক একফালি মেঘের ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া
আমাকে কানে কানে ডাকে
দূর পাহাড়ের বনে বনে,
উদভ্রান্ত দিশেহারা একটি কিশোরী মন দৌড়ে ফেরে

অমাবস্যার আঁধারে অন্ধকারে,
পাহাড়ে পাহাড়ে।

আর একটু থাকো

এই তো এসেছো সবে
এখনও বকুল শিউলি রজনীগন্ধার ঝাড়ে
প্রজাপতি দেখা যাচ্ছে খিড়কি দিয়ে
এখনও সাঁঝের প্রদীপ একটিও জ্বলে ওঠেনি দাওয়ায়
এখনই চলে যাচ্ছো আমায় ছেড়ে?
এই তো এসেছো সবে
এক কাপ চায়ের মজায় বুঁদ হয়ে
গুনগুন গানও তো গাইলাম না দু এক কলি
বারান্দার আবছা আঁধারে হাত ধরাধরি করে
কয়েক পা হেঁটেছো আমার সাথে? বলো?
এখনই চলে যাচ্ছো আমায় ছেড়ে?
এই তো এসেছে সবে
একটুখানি আঁধার ছাইতে দাও বিকেলের মলাটে
তারারা ঝিকমিক করে উঠুক আকাশের প্রেক্ষাপটে
কয়েকফোঁটা নেশার তরল পান করার
সময়টুকু তো দেবে আমায়?
এখনই চলে যাচ্ছো আমায় ছেড়ে?
এই তো এসেছো সবে
কত কথা বলাইতো হোলো না এখনো
কত কথা শোনাও তো হোলো না তোমার থেকে
ছুঁয়ে দেখাই তো হোলো না তোমার কেঁপে ওঠা শরীর
এভাবে একলা ফেলে রেখে চলে যাবে আমায়?
আর একটু থেকে যেতে পারো না আজ রাতে?
এই তো এসেছো সবে।

সকাল ডাকছে

সকাল ডাকছে ঘুম থেকে ওঠ্
চোখ মেলে তুই দেখ্,
শিশির পড়েছে ঘাসের ডগায়
পাখী গান গায়, গাছে দোল খায়
জীবন উঠেছে জেগে।
সকাল ডাকলো ঘুম থেকে ওঠ্
জানলা রয়েছে খোলা,
রঙ্গনফুলে রাঙানো রাস্তায়
এক পা দুই পা মেলা,
সবুজের বাস নাকে নিতে নিতে
প্রাণ খুলে তুই হাস্,
ছিন্ন করে নিয়মের ফাঁস
চলনা বেরিয়ে পড়ি।
রজনীগন্ধার সাদা সাদা ছোঁয়া
গাছ লতাপাতা বৃষ্টিতে ধোঁয়া
চোখ চেয়ে দেখি
প্রকৃতির শোভা সেকি!
সকাল ডাকলো ডেকেই চললো
ঘুম থেকে ওঠ্, চলনা বেড়িয়ে পড়ি,
এই ছেলেটা
ঘুমকাতুরে বেলবেলেটা
চলনা বেড়িয়ে পড়ি।

তাজমহল

সেই মাঠেতে সূর্য ওঠে মিষ্টি সুরে
সেই মাঠেতে বাতাস বয় আস্তে ধীরে,
জুঁইফুলের গাছ পুঁতেছি মাঠটি ঘিরে,
গেটের ওপর লাল হরফে তোমার নামটি রইল লেখা।
গেট পেরিয়ে গা ছমছম চলার পথে
দুইপাশেতে দেবদারু আর শাল পিয়ালের বন,
সেই বনেতে কোকিল ডাকে,
দোয়েল বসে আমের পাতায়
ওরা একই সুরে গান গেয়ে যায়
"ভালবাসি ভালবাসি, এই সুরে কাছে দূরে
জলে স্থলে বাজায় বাঁশি, ভালবাসি ভালবাসি।"
সেই বনেতে ভোরের বেলায়
তোমার পরশ শিশির পায়ে,
সেই বনেতে নুপুর বাজে
সেই বনেতে গান শোনা যায় সকাল দুপুর—
"ভালবাসি ভালাবাসি এই সুরে কাছে দূরে
জলে স্থলে বাজায় বাঁশি, ভালবাসি ভালবাসি"।
বন পেরিয়ে গোল দিঘিতে টলটলে জল পদ্মপাতায়
টলটলে জল লাল শালুকের মাথায় মাথায়,
গোল দিঘিটির একটি পাশে
একতলার এই ছোট্ট বাড়ি,
বারান্দাতে থাকলে বসে
টলটলে ঐ জলের ভিতর
গা ছম্‌ছম্ বনের ভিতর
একটুখানি মনের ভিতর
তোমার ছোঁয়া তোমার হাসি
তোমার স্মৃতি রাশি রাশি।
সেই মাঠেতে,
সেই বনেতে একলা আমি ঘর বেঁধেছি,

তোমায় ঘিরে থাকবো বলে
তোমায় মনে রাখবো বলে
তোমার বাড়ির নাম রেখেছি তাজমহল।
ঐ যে শোনো,
কান পাতলেই ঐ শোনা যায়
দোয়েল কোকিল গান গেয়ে যায়
ওরা মিষ্টি সুরে গান গেয়ে যায়—
"ভালোবাসি, ভালোবাসি, এই সুরে কাছে দূরে
জলে স্থলে বাজায় বাঁশি, ভালবাসি ভালবাসি"।

আলোছায়া

সেই যেখানে পারুলবনে আবছা নরম শীতের হাওয়া
সেই যেখানে শাল পিয়ালে একলা বাতাস ঝিরিঝিরি
সেই যেখানে শ্যাওলা ডোবায় নুইয়ে পরা বটের ঝুড়ি
সেই যেখানে কচুপাতায় হলুদ রঙের ফড়িং বসে,
সেইখানেতে পাটের ক্ষেতে একলা তোমায় দেখতে পাওয়া
শিউড়ে ওঠা বুকের ভেতর সবখানেতে খুঁজতে চাওয়া!
সেই যেখানে আল পেরিয়ে বাঁশবাগান আর তালের সারি
সেই যেখানে লাউয়ের মাচা, সেই যেখানে গরুর গাড়ি,
সেইখানেতে বনের ধারে একলা তোমার নাইতে আসা
সেইখানেতে ঝোপের পাশে ঘন্টাখানেক দাঁড়িয়ে থাকা।
সেই যেখানে ঝিলের ধারে
জলের ওপর মেঘের আড়ি,
সেই যেখানে হিঞ্চে ক্ষেতে
এক আঁটি শাক তুলব বলে
তোমার আমার কাড়াকাড়ি,
সেই বনেতে মাঝবয়েসে একলা আমার বাসাবাড়ি,
সেই খানেতে একলা বসে
রোদ পড়েছে ঘরের দাওয়ায়,
সেই খানেতে ঘরের পাশে
আলোছায়ার লুকোচুরি,
মনটা আমার সেই মাটিতেই
সেই যেখানে আকাশ পানে তারার দেশে তোমার বাড়ি।
কান্না আসে একলা ঘরে
হাতড়ে চলি সারা দুপুর
হাতড়ে ফিরি বিকেল বিকেল
তখন তুমি চুপ ঘুমিয়ে নীল আকাশে তারার দেশে
হায় সেখানেই নীল আকাশে তারার দেশে তোমার বাড়ি।

সাত সকালে

রামধনু আঁকা আকাশ
তুমি ডাকছো কেন অমন করে?
আমার এখন সময়তো নেই গান শোনাবার
আমার এখন সময় কোথায় চুপটি হাসার,
খানিকটা পথ ছুট্টে চলো একসাথে যাই
সাত সকালের মনখারাপের একটুখানি গল্প শোনাই।
সাত সকালে লাল শালুকের মুখ দেখেছি
সাত সকালে মহুয়া ফুলে মন মজেছে
সাত সকালে কচুরিপানায় জল থৈ থৈ
সাত সকালের জলছবিতে রং মেখেছি,
সাত সকালে হু হু মনে হিমেল ছোঁয়া
সাত সকালে একলা তোমায় হাতড়ে পাওয়া,
পায়ের কাছে একটি নদীর আছড়ে পড়া
আকাশ তোমায় জলের ভিতর জাপটে ধরা,
সাত সকালে হু হু মনে হিমেল ছোঁয়া
সাত সকালে একলা তোমায় হাতড়ে পাওয়া,
সাত সকালের কত কিছুই কেমন কেমন
জীবন তবু নিজের মতই চলছে যেমন,
ঘর ছেড়েছি মনের সাথে সাত সকালে
ঘর বেঁধেছি মনকে নিয়ে
মনের ভুলে
সাত সকালে
কি খেয়ালে।

দশ বছরের ভারতমাতা

"আসমা আসমা
দৌড়ে আয় মা ক্ষিদে লেগেছে
আসমা কোথায় গেলি?"
"এই তো আব্বাজান আসছি..."
দু হাতে দুটো ক্যান ঝুলিয়ে
দৌড়ে এল দশ বছরের আসমা।
পরনে মলিন টেপজামা,
খালি পায়ে দৌড়ে এল দশ বছরের আসমা।
আব্বু, ভাইজান আর দাদু রাজমিস্ত্রীর কাজ করে,
দু মাইল পথ হেঁটে ছোট্ট আসমা
পান্তা ভাতে আলুসেদ্ধ এনেছে দুপুর দুপুর,
ইঁটের ওপর বসে পড়ে চারটে মানুষ।
এক থালা করে জল ঢালা ভাত আর আলুসেদ্ধ
বেড়ে ফেলে তড়িঘড়ি আব্বাজান আর দাদুর জন্যে,
ভাত বেড়ে আব্বুর কোলে মাথা রেখে
একটু জিরোয় আসমা,
আব্বু মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে থাকে
"আসমা তোদের খাবার বেড়ে নে এবার..."
একথালা ভাত আর আলুসেদ্ধ বেড়ে নিয়ে
আসমা ছোট্ট ভাইয়ের হাতটি ধরে
দূরে গিয়ে বসল মুখোমুখি।
একটি থালায় ভাইবোনেতে—
"ভাইজান হাত ধুয়ে নে খাবার আগে..."
আসমা জল কাচিয়ে একমুঠো ভাত মুখে তোলে,
বাকি ভাত দু মিনিটে ভাইজান খেয়ে ফেলে।
আসমার মুখে মিষ্টি হাসি,
রোগা শরীরে হাড় গোনা যায়,
পরনে ছেঁড়া টেপজামার
ছোট্ট আসমা এক চুমুকে খেয়ে ফেলে

ক্যানে পড়ে থাকা পান্তাভাতের জল।
আব্বাজান চেঁচিয়ে ডাকে
"আসমা, আসমা, খেয়েছিস মা?"
দশ বছরের ভারতমাতা দৌড়ে আসে
"খেয়েছি আব্বাজান এতো চিন্তা করো কেন?"
দশ বছরের ভারতমাতা দৌড়ে ফেরে এপথ ওপথ
দশ বছরের ভারতমাতা এমনি করে দৌড়ে ফেরে সারা দেশে।

সময়

একটু সময় ফেলে এসেছি তোমার পাশে
একটু সময় ছুঁয়ে এসেছি তোমার সাথে
সেই সময়ে লালচে হলুদ রৌদ্র ছিলো
সেই সময়ে আকাশ ছেঁড়া বৃষ্টি ছিলো
সেই সময়ে তোমার শীতল স্পর্শ ছিলো
সেই সময়ে সুখের অসুখ মনের ভিতর
সেই সময়ের ভয় জড়ানো একলা দুপুর
সেই সময়ের চাদর ঢাকা দুটি শরীর
সেই সময়ে কেমন কেমন লজ্জা শুধুই।
একটু সময় ফেলে এসেছি ছন্নছাড়া
একটু সময় স্মৃতির ভিড়ে ছেঁড়া ছেঁড়া
একটু সময় তোমার সাথে তোমার মতোন
একটু সময় বুকের ভিতর সকাল বিকেল
একটু সময় দাপিয়ে বেড়ায় পাগল পাগল।

কান্না

তোমাকে কাঁদিয়ে চলে এসেছিলাম,
রাস্তায় তোমার কান্না বৃষ্টি হয়ে
ঝরে পড়ছিলো একটানা ঘ্যানঘ্যানে,
পুরুষত্বের দম্ভে জামা খুলে, জামা উড়িয়ে
বৃষ্টিকে মাড়িয়ে ফুৎকারে উড়িয়ে
বৃষ্টিকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিলাম,
বৃষ্টি তবুও কান্নার মতো আমার
বুক বেয়ে, মুখ বেয়ে,
সারা শরীর বেয়ে ঝরে পড়ছিলো,
একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি।
বাড়ি ফিরে গা থেকে, গোটা শরীর থেকে
সাবান দিয়ে ঘষে ঘষে বৃষ্টি ধুয়ে ফেলেছিলাম,
শুধু বুকের গভীরে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির
কান্না লুকিয়ে পড়েছিলো,
দেখতে পাচ্ছিলাম কিন্তু ছুঁতে পারছিলাম না।
এরপর রাতে বুকে অসহ্য যন্ত্রণার শুরু,
প্রতি রাতের অসহ্য যন্ত্রণা হৃদয়ের গভীরে,
কয়েক ফোঁটা কান্না বানভাসি নদীর চেহারা নিল দিনে দিনে,
আমাকে, আমার গোটা পৌরুষকে
ঢেউয়ের তোড়ে ভাসিয়ে দিল,
নিদ্রাহীন রাতগুলোয় শুধু হাহাকার,
কে যেন শুধুই কাঁদে
তাকে ছুঁতে চাই, কাছে পেতে চাই
আর সে দূরে, আরো দূরে সরে যায়
তার বোবা কান্নায় আমি ভিজে যাই, আমি ভিজে থাকি।
সেই দিন থেকে যদি বৃষ্টি নামে
আমি বৃষ্টি ভিজি,
বৃষ্টিকে ছুঁতে চাই, কাছে পেতে চাই
আর বৃষ্টি আমার বুক বেয়ে, মুখ বেয়ে
সারা শরীর বেয়ে ঝরে পড়ে।

একা

পেরিয়ে যাচ্ছে নগর দালান
পেরিয়ে যাচ্ছে পথ
পেরিয়ে যাচ্ছে একখানা রাত
পেরোয় জীবন রথ
পেরিয়ে যাচ্ছে মায়ের আদর
বাবার বেঁচে থাকা
পেরিয়ে যাচ্ছে সম্পর্কগুলো
দিনের শেষে একা।

বর্ষাবিভ্রাট

শহরে বৃষ্টি এল
গ্রামেতেও বৃষ্টি এল।
শহরে জল জমেছে
ম্যানহোল একটি খোলা
সার্ট প্যান্ট গুটিয়ে হাঁটা
গোঁড়ালি যেই ভিজেছে
টিভিতে খবর হল
মহানাগরিক ছুটে গেল
যেন সব লণ্ডভণ্ড!
বড়লোক শপিংমলে
দিন দুই নাই বা গেলে
সেটাও বড় খবর?
টিভিতে টাটকা খবর?
শহরে বৃষ্টি এল, গ্রামেতে বৃষ্টি এল।
গ্রামেতে গরীব মানুষ
কোমর জল ঘরের ভেতর
খাটিয়া জল ছুঁই ছুঁই
সাপেরা বেড়ার ফাঁকে
জোকেরা রক্ত চাখে
এক শিশু ঘরের ভেতর
জলেতে ডুবে মরে
কে কার খবর করে!
শহরে বৃষ্টি এলো, গ্রামেতেও বৃষ্টি এলো।
সাতদিন বৃষ্টি গেছে
শহরে ব্যস্ত জীবন
দুর্ভোগ নেই কো তবু
কাগজের প্রথম পাতায়
নিকাশির টাটকা খবর,
সাতদিন বৃষ্টি গেছে

গাঁয়েতে অন্য খবর
ডি ভি সি জল ছেড়েছে
ক্যানিং-এ বাঁধ ভেঙেছে
ঘরেতে জল বেড়েছে
বিছানা ডুবে গেছে
কত লোক ঘর ছেড়েছে
রেললাইন ওদের সহায়,
খবরের কোন্ রিপোর্টার
একবার খোঁজটা নিল?
ওরা সব গরীব মানুষ
গরীবের কি আছে দাম?
গরীবরা পচে মরুক।
শহরে বৃষ্টি এল, পাড়া গাঁ উজাড় হলো।
শহরে বৃষ্টি এল, গ্রামগঞ্জ ভেসে গেল।
শহরে বৃষ্টি হলো গ্রামেতেও বৃষ্টি হলো।

একটা ফোঁটা

একটা ফোঁটা টিনের চালে
একটা ফোঁটা মেঘের ভুলে
জলছবিতে টাঙিয়ে রাখা
একটা ফোঁটা শুকনো খালে
একটা ফোঁটা মাঠের আলে
একটা ফোঁটা নাচের তালে
ভাঙা বেড়ার ফাঁকফোকরে চুঁইয়ে পড়ে একটা ফোঁটা,
চুঁইয়ে পড়ে একটা ফোঁটা ল্যাংটো শিশুর ভাতের থালে।
একটা ফোঁটা মেঘের কুঁড়ি
তাইনা দেখে মনের সুখে
বৃষ্টি মেখে গাঁয়ের শিশুর হুড়োহুড়ি,
একটা ফোঁটা শেষ বিকেলে
চুপটি করে পড়ছে ঝরে
হালকা চালে পায়ের পাশে,
একটা ফোঁটা সকাল বিকেল
পড়ছে ঝরে ঝরঝরিয়ে
সবুজ মাঠে, নগ্ন ঘাসে
একটা ফোঁটা একনাগাড়ে
তখন থেকে পড়ছে ঝরে
মনভরিয়ে
ঝরঝরিয়ে
একটা ফোঁটা।

কবিতা লিখিনি

আমি কবিতা লিখিনি কক্ষনো।
যেদিন তোমায় প্রথম দেখেছি
সেদিনই কবিতা আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে তোমার নাম,
তোমার চারপাশে উড়ে বেড়ানো প্রজাপতির রং,
সেই রঙে মিলেমিশে ছিলো
রামধনু আঁকা আকাশের মুখ,
কবিতা আমায় দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে আরো কত কিছু,
আমি কবিতা লিখিনি কক্ষনো।
যেদিন বৃষ্টি পড়েছিলো
গোটা কোলকাতা গিয়েছিল ভেসে,
আমি কিন্তু আমাকে নিয়েই ছিলেম ব্যস্ত
ডিঙি নৌকা এঁকেছিলেম কাগজের ক্যানভাসে,
টুপটুপ জলে ভেলা ভাসিয়ে
বসেছিলেম আধভেজা ব্যালকনিতে,
কবিতা তো লিখিনি কক্ষনো।
তুমিই তো সেদিনও লাফিয়ে পড়লে এসে
আমার ব্যালকনির কোণায়,
সেদিনও কবিতা আমায় দিয়ে জোর করে লিখিয়ে নিয়েছে
সেই বানভাসি বিকেলের ছবিখানি,
সাদা শাড়িতে বৃষ্টি লেপটে ছিলো তোমার শরীরে,
চুল ছুঁয়ে জলের ফোঁটা হারিয়ে যাচ্ছিলো বুকের গভীরে,
আমার ডিঙি নৌকা
থৈ থৈ জলে ভাস্যানো ভেলা
সব ভিজে উল্টেপাল্টে গেছিলো সেই উদ্দাম ঝড়ে,
সেই সন্ধ্যের আবছা আঁধারে
কবিতা আমায় দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে আরো কত কিছু,
আমি কবিতা লিখিনি কক্ষনো।

এই বৃষ্টি

এই বৃষ্টি শোন্ কথা শোন্
একটু কাছে আয়তো আমার
আমায় ছুঁয়ে দেখবি বলে
জানালা পাশে এই বসেছি
তখন থেকে সেই বসেছি,
এই দেখলাম দূরের মাঠে
গাছ গাছালির বাঁশ বনেতে
টপ্‌টপিয়ে নীল নদীতে
আবার দেখি হোগলা বনে, ধানের শিষে
মুষলধারায় খুব ঝরেছিস
খুব ঝরেছিস, খুব মেতেছিস।
এই বৃষ্টি পালাস কেন
এক ঝাপটায় ভিজিয়ে দিয়ে?
মাতাল সুখে দেখবো বলে
জানালাপাশে এই বসেছি
তখন থেকে সেই বসেছি।
এই দেখলাম—
ওই দূরেতে পানের মাচায়
লাউ লতানো টালির চালে,
আবার দেখি একলাফেতে
কচুবনের ঝোপঝাড়েতে
মুষড়ে পড়া লেবুর ক্ষেতে
ঝমঝমিয়ে খুব করেছিস্
খুব ঝরেছিস্, খুব মেতেছিস।
এই বৃষ্টি শোন্ কথা শোন্
একটু কাছে আয়তো আমার
ওড়না দিয়ে ঘোমটা পরাই
এই বাদলা সর্দি দিনে
খুব করে তোর কানটা জড়াই,

তোর কপালের ডানপাশেতে
কাজলকালো টিপটা পরাই।
এই বৃষ্টি আয় কাছে আয়
দস্যি মেয়ে সারাবেলায়
সেই মেতেছিস প্রাণের খেলায়,
এই দেখলাম—
মেঘের সাথে আড়ি করে
মাটির 'পরে মন দিয়েছিস
আবার দেখি কচুরিপানায়, শালুকবনে,
স্যাতস্যাতে নীল পুকুরঘাটে
সবখানেতে খুব ঝরেছিস্
খুব ঝরেছিস খুব মেতেছিস।
এই বৃষ্টি আয় ছুটে আয়
আয় পালিয়ে দামাল হাওয়ায়,
এই বৃষ্টি মেঘ ছুঁয়ে আয়
দমকা ঝড়ে উড়তে থাকা
খয়েরি পাখির ঠোঁট ছুঁয়ে আয়,
এই বৃষ্টি আয় ছুটে আয়
সেই সেখানে নদীর ধারে
একলা যেথায় শালুক ফোটে
সেইখানেতে আমার বাসা,
আমার বাসায় আসবি বলে
জানালাপাশে এই বসেছি
তখন থেকে সেই বসেছি।
আমায় ছুঁয়ে থাকবি বলে
জানালাপাশে এই বসেছি
তখন থেকে সেই বসেছি।

মেঘনায় একদিন

দূরের ঐ ঝাপসা আকাশের মন বুঝতে পারিনি এখনো
কবিতার স্বপ্নেরা চোখ মেলে তাকায়নি আমার পানে,
এখনো কুয়াশারা মুখ লুকিয়ে আছে মেঘনার জলে
এখনো রোদ্দুর ছুঁয়ে আছে আমার শীতে কাঁপা শরীরে,
শ্যাওলা পাড়ের শাড়িতে জড়ানো আবছা রমণী
এখনো একলা দাঁড়িয়ে মেঘনার ঐ বাঁকে,
আমিও কোন ফাঁকে
চুপিচুপি মেঘনার ডাকে
ডুব দিই মেঘনার গভীরে।
ছায়াছায়া চারিপাশ
ছায়াছায়া আকাশের মন
নীল নীল কবিতার স্বপ্নেরা
সব ভিজে গেছে, সব ভেসে গেছে মেঘনার জলে,
ঝাপসা চারিধারে কিছুই বুঝতে পারিনি আমি, এখনও।

যদি ভালোবাসো

যদি ভালোবাসো
আমাকে একটু রোদ্দুর ধরে দাও
একটু বৃষ্টি ছুঁয়ে দাও
আমাকে একটি সুযোগ করে দাও
আমি ছেলেবেলায় ফিরে যেতে চাই।
যদি ভালোবাসো
কুয়াশায় ঢাকা ভোরের রাতের বন্ধুদের এনে দাও
যাদের কলিংবেলে আমার ঘুম ভাঙতো,
শিশিরের বিন্দু পায়ে মেখে দৌড়ে বেড়াতাম মাঠে ঘাটে,
কুয়াশায় মোড়া ভোরের রাতের সেই বন্ধুদের এনে দাও।
যদি ভালোবাসো
আমাকে একটি সুযোগ করে দাও
আমি ছেলেবেলায় ফিরে যেতে চাই।
যদি ভালোবাসো
আমাকে মেঘলা বাতাস পেড়ে দাও
আর মনখারাপের আবছা বিকেল ধরে দাও,
এক টুকরো কাপড় দিয়ে চোখের ফেট্টি বেঁধে দাও
আমি ছুঁয়ে পেতে চাই হারিয়ে ফেলা
আরও অনেক চেনামুখের শৈশবকে।
যদি ভালোবাসো
আনচান করা গ্রীষ্মের দুপুর ফিরিয়ে দাও,
বেসুরো বাঁশিওয়ালা একমনে
বাঁশি বাজিয়ে যেতো দূর রাস্তায়,
খালি পায়ে ছুট্টে যেতাম,
খুঁজে ফিরতাম সেই খেলনাওয়ালাকে পাড়ায় পাড়ায়।
যদি ভালোবাসো
আমাকে সেই কাঁচা রাস্তার নির্জন দুপুর ফিরিয়ে দাও
আমি গুলতি দিয়ে তেঁতুল কুড়োতে চাই।
যদি ভালোবাসো

আমাকে মায়ের কোলে ফিরে যেতে দাও
আমি একটু শান্তিতে দোল খেতে চাই,
যদি ভালোবাসো
আমাকে একটা সুযোগ করে দাও
আমি ছেলেবেলায় ফিরে যেতে চাই,
আমাকে একটা সুযোগ করে দাও
আমি ছেলেবেলা ফিরে পেতে চাই।

জীবন

কালো এসি গাড়ির পাওয়ার উইন্ডো
মসৃণভাবে নেমে এলো খানিকটা,
আধখাওয়া কোলড্রিঙ্কসের বোতল
আছড়ে পড়লো রাস্তার মাঝখানে,
দুরন্তবেগে নিমেষে সভ্যতা মিলিয়ে গেলো মানুষের মিছিলে।
গল্পটি এইখানে শেষ হতে পারতো
কেনো না কালো কাঁচে মোড়া সভ্যতা
এভাবেই উপেক্ষা করে এসেছে বাইরের স্থান কাল পাত্রকে,
তবু জীবন নতুন কিছু ভাবে
জীবন নতুন ছবি আঁকে,
রাস্তার এককোণে ব'সে একটি জীর্ণ পরিবার,
পাঁচ বছরের ছেলেটা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে
রাস্তা পেরিয়ে ছোঁ মেরে তুলে নেয় আধখাওয়া বোতলটি,
মুখে বিশ্বজয়ের আনন্দ নিয়ে
কুঁকড়ে থাকা মা-বাবার পাশে এসে বসে,
ছিপি খুলে কোল্ডড্রিঙ্কস খাওয়ায়
মায়ের কোলে থাকা ছোট্ট বোনকে,
তারপর এক নিঃশ্বাসে খেতে থাকে কোল্ডড্রিঙ্কস,
মা এবার ছিনিয়ে নেয় বোতলটি,
বাবার গলায় এক ঢোক ঢেলে দিয়ে
বাকিটা শেষ করে ফেলে মুহূর্তে।
কালো কাঁচ নামিয়ে ছুঁড়ে ফেলা
একটি উপেক্ষা থেকে যে গল্পের শুরু
জীবন তাকে উপেক্ষা করেনি কক্ষনো,
সূক্ষ্ম তুলির টানে রাস্তায় পড়ে থাকা
আধখাওয়া পানীয়ের বোতল নিয়ে
একটি ঝিমিয়ে পড়া গোটা পরিবারে
এক আউন্স অক্সিজেন পুরে দেয় জীবন,
এভাবেই তাকে বাঁচাতে হয় সহস্র জীবন

এক একটি উপেক্ষা থেকে জীবনের
ফুল ফোটে সহস্র জীবনে।

রক্ত খেকো কাক

সকাল সকাল ঘুম ভাঙতেই মেয়ে আবদার করছে
কি একটা মজার জিনিষ দেখতে হবে আমার,
জেদি মেয়েকে ফেরাতে না পেরে
গুটিশুটি পায়ে এগোলাম বেডরুমের জানলার দিকে,
নিমগাছের মগডালে চড়ে বসেছে একটি কাক
মুখে মস্ত বড় লাল টুকটুকে রসালো মাছের ফুলকো,
লম্বায় কাকের থেকেও বড় হবে ফুলকোটা,
আনন্দে দিশাহীন কাকটি কোথায় ফুলকোটা রাখবে
বুঝতে পারছে না,
আমি বেশ বিরক্তই হচ্ছিলাম,
কারণ এর মধ্যে কি এমন আগ্রহের জিনিষ
পেয়েছে আমার মেয়েটা কে জানে?
আমার বিরক্তির অভিব্যক্তি পড়তে পেরে
আমার দশ বছরের মেয়ে বললো
"বাবা আমার একটি প্রশ্ন আছে, আমি কি
কাকটিকে জর্জ বুশ আর তার মুখে ঝুলে থাকা
বস্তুটিকে সাদ্দাম হুসেন ভাবতে পারি?"
আঁৎকে উঠেছিলাম, এক মুহূর্তের জন্যে
আঁৎকে উঠেছিলাম বিশ্বাস করুন।

দ্বিচারিতা

রেললাইনের ধারে ত্রিপল টানিয়ে
সংসার পেতেছে যারা এই শীতে
তারা আমার এই কবিতাটি পড়বে না জানি
তাদের বাসায় ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া আন্ত্রিকের হানাহানি,
রবীন্দ্রসদন, বাংলা অ্যাকাডেমি অথবা জীবনানন্দ সভাঘরে
কোনো এক স্বর্ণালী সন্ধ্যায়
এই কবিতাটি পাঠ করা হবে
শ্রোতাদের মধ্যে বাহবা যদিবা কুড়াবে
হা-হুতাশ লুকিয়ে রবে
রেললাইনের দুই ধারের বস্তির ঘরে ঘরে,
ওদের দুর্দশার গল্পটি
জানাজানি হয়েছিল শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সদনে
হাততালি দিয়েছিলো কত না গুনিজনে
দেয়নি কেউ একখানি কম্বল, ওষুধপথ্য
দ্বিচারিতা ক্ষয়ে যাওয়া সমাজের সর্বত্র,
রেললাইনের ধারের সারি সারি
ত্রিপলের বাসায় বাসায়
কবিদের পায়ের ছাপ পড়েনি কতকাল
তাই খেটে খাওয়া মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ
আধপেটা মানুষ কবিতা পড়েনি কোনোকাল।

অসহ্য

সহ্যের সীমারেখা লালচক অথবা সাদাচক দিয়ে
টেনে দেওয়া যায় না,
বাব্‌লগামের মত চিবিয়ে চিবিয়ে আবার
ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে আয়তনে বাড়িয়ে অসহ্য বানানোও যায় না,
গণ্ডি টেনে টেনে ভেতরে সহ্য আর বাইরে
অসহ্যকে বসিয়ে দেওয়া যায় কি?
জলের মতো পাতলা মানুষও তো শূন্য ডিগ্রী অবধি
মাথাটা হিমেল ঠাণ্ডা রাখে
অথবা একশ ডিগ্রীতেও রাগে ফুটতে থাকে
তবু জলের মতোই সহ্য করে থাকে,
অবশ্য ওটাই ওর সীমারেখা
এরপর সবটাই অসহ্য,
তাই যতটা সম্ভব সহ্য করাই ভালো
সহ্যের সীমা বাড়িয়ে বাড়িয়ে
অসহ্যকে দূরে দূরে রাখো সেটাই মঙ্গল,
আবার অসহ্যের সীমায় পদাঘাত করলে
দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে চূর্ণ করে দাও অসহ্যের কারণ
নয়তো ফল ভোগ করবে সারাজীবন।

শিকড়ের খোঁজ

ভোরের বেলা খানিকটা কৈশোরে পড়েছে এখন
বিছানার সাথে শরীরের সম্পর্ক এখনও বর্তমান,
দূরের বাড়িতে দেওয়াল চুঁইয়ে রোদ্দুর পড়েছে দেখলাম
শীতের কামড়ে শুকনো গাছপাতায় রৌদ্রছায়া খেলে বেড়ায়
চড়ুই টুনটুনি দোয়েলের একলা লাফালাফি এপাশে ওপাশে,
ট্রামে বাসে যাত্রী বোঝাই ব্যস্ত কোলকাতার কোলাহলে
আমি বুঝি বেমানান অসাড়,
আমি দিগন্তের পানে উদাস অলস
আর জীবনের ছাপ জীবন্ত রাস্তায় চৌরাস্তায়,
আমি দিগন্তের দিকে নিশ্চুপ
মধ্যগগনের মধ্যিখানে মধ্যমণি হয়ে রই দুচোখ মেলে,
লাটাই কেটে হারিয়ে যাওয়া
ঘুড়িরা সব গোত্তা খায় এদিক ওদিক,
সাদার ওপর নীলচে ছবির রং মেশানো মিষ্টি আকাশ
মুচকি হাসে মনের পাশে,
জীবন তখন ঘাম ধরেছে বাদুড়ঝোলা
কোলকাতারই পথেঘাটে,
আমার জীবন গোত্তা খাওয়া ঘুড়ির মতোন নীল আকাশে
পেছন পেছন সুতোর খোঁজে হন্যে হয়ে একলা কিশোর
দলছাড়া ঐ একলা কিশোর শিকড় খোঁজে আমার সাথে।

স্বপ্ন

একটা স্বপ্ন ছিলো সেই বিকেলে অন্যরকম।
জানলা খুলেই মেঘলা বাতাস
মন খারাপের নীলচে বিকেল
ঝিরঝিরে মেঘ উড়ছে শুধুই
এপাশ ওপাশ,
রাস্তাভরা জল ছপ্‌ছপ্‌
সবজে রঙা গাছগাছালির
পাতায় পাতায় জল চুঁইছে
মাঠঘাটেতে মন্দমানুষ বৃষ্টি ভিজে ফূর্তি করে
মনটা আমার দূর আকাশে
সবুজ ঘাসে
জল ছপ্‌ছপ্‌ রাস্তাঘাটে,
একটা স্বপ্ন ছিলো বিকেল বিকেল অন্যরকম।
ঘুমের দেশের সাদা কালো স্বপ্ন সে নয়
মনখারাপের নীলচে বিকেল
ঝিরঝিরে মেঘ ধূসর রঙা
গাছগাছালির সবুজ সবুজ
মেঘ চুঁইয়ে জল ছপ্‌ছপ্‌
রাস্তাভেজা রঙিন স্বপন,
বিকেল বিকেল অন্যরকম।
একটা স্বপ্ন ছিলো বিকেল বিকেল অন্যরকম।

স্মৃতি

দিনটা আজও স্পষ্ট আমার ছায়াছায়া স্মৃতিতে
খালি পায়ে চুপিসারে পৌঁছে গিয়েছিলাম তোমার বাড়িতে,
জিরো ওয়াটের সবুজ বাতিতে
আলো আঁধারি খেলা করছিলো এখানে ওখানে
তোমার বাসার সবখানে,
বিকেল বিকেল মেঘের সাথে
কথা বলছিলাম মুখ বাড়িয়ে
তিনতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে,
লোকাল ট্রেনের মসৃণ যাওয়া আসা
দিব্যি দেখতে পাচ্ছিলাম
বট অশ্বত্থের পাতার ফাঁকফোকড়ে
উঁকি মেরে মেরে
কমপিউটারে গজল বাজছিলো হালকা চালে
"চুপকে চুপকে রাতদিন আশু বাহানা ইয়াদ হ্যায়..."
সবজে আলোছায়া ঘেরা জানালাকে আপ্রাণ
ছুঁতে চাইছিলো কামিনী ফুলের গাছপাতা,
নাকের কাছে চশমা নামিয়ে
তুমি দুলছিলে গজলের তালে তালে
সেই নির্জন বিকেলে,
পিঠের পাশে পাঁচ সাতটা বালিশ চাপিয়ে
আমিও একমনে ভাবছিলাম
কৈশোরের সেই দিনগুলোর কথা
যখন শুধু তোমার জন্যে
বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদতাম দিনরাত,
তোমার নায়কের স্কুটারে ঝড় তুলে
আমার চোখের সামনে ধুলো উড়িয়ে
কলেজে যেতে রোজ ভোরে
আজও বিরহের সেই দিনগুলো মনে পড়ে,
পাশের বাড়ির চিলেকোঠার ধার ঘেসে

উঁকিঝুঁকি দেয় লাল টুকটুকে চাঁদ
তুমিও চাঁদমুখে দুলে চলো
গজলের তালে তালে,
সময় গড়িয়ে চলে নীরবে নিভৃতে
দিনটা আজও স্পষ্ট আমার ছায়াছায়া স্মৃতিতে।
দিনটা স্পষ্ট আজও আমার ছায়াছায়া স্মৃতিতে।

পাশে থেকো

ফিসফিস করে একটা কথা বলছি—
তুমি পাশে এলে হাওয়ার মাতলামো আমায় টলিয়ে দেয়
গাছপালা নদীনালাও ইশারা করে তোমায় পাশে পেতে চায়।
ফিসফিস করে একটা কথা বলছি—
তুমি পাশে এলে জলের গ্লাসে বিয়ারের সুবাস মিলেমিশে থাকে,
তোমায় পাশে পেলে
হৃদপিণ্ডের চারপাশে জমে থাকা কোলেস্টেরল গলে জল হয়ে যায়
আর শিরায় শিরায় জমাট বাঁধে লাল বরফের কুচি।
ফিসফিস করে একটা কথা বলছি—
তুমি পাশে এলে
প্রজাপতিরা সবুজ হলুদ বেগুনি রং মেখে
আমার গায়ের পাশে ঘুরঘুর করে,
তোমায় পাশে পেলে
আমার উঠোনে চাঁপা গাছের কোল ঘেঁষে বেড়ে ওঠা
তুলসি গাছের ঝাড়ে সাঁঝের প্রদীপশিখা জ্বলে ওঠে।
ফিসফিস করে একটা কথা বলছি—
তুমি পাশে এলে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে
"তুমি পাশে থেকো,
তুমি পাশে থাকো চিরকাল।"

তুমি কোথায়

তুমি কোথায় আছো আমি জানি না
তুমি কেমন আছো আমি তাও জানি না
শুধু এইটুকু জানি তুমি আছো
পুবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে
পৃথিবীর রোজকার প্রদক্ষিণে
তুমি আছো, তুমি স্পষ্ট আছো।
তুমি আর আমি যে কদমগাছটায়
মাটির খুড়ি ভোরে জল দিতাম,
সে বেঁচে আছে—
সে ফুলে ফলে সৌরভে দিব্যি বেঁচে আছে।
যে জানলার পাশে তুমি রোজ বসতে
আর আমি পায়চারি করতাম দিনে দশবার
সেই জানলায় দেখলাম নতুন সবুজের প্রলেপ,
আমি একটি পেয়ারা চারা লাগিয়েছিলাম ঐ জানলা ঘেঁসে
সেই পেয়ারা গাছটিও আজ দিব্যি আকাশ ছুঁয়েছে,
কি করে বুঝবো বলো তুমি নেই?
যে পথে দৌড়ে ফিরেছি সকাল বিকেল
সে পথে আজও তোমার ছেঁড়াছেঁড়া স্মৃতি,
শৈশবের ভোরে যে শিশিরভেজা কচি ঘাস
তোমার পা ছুঁয়েছিল
আজকে সেখানে শিশির ধোওয়া ঘাস ফুল ফুটেছে
এই তো কেবল ফারাক,
সেই শৈশবের সকালে সূর্য উঠতো তোমার চিলেকোঠার ধার ঘেঁসে
আজ প্রখর রৌদ্র আমার মাথার উপর মধ্যগগনে
চোখ ঝলসে যায় আমার
এই তো কেবল ফারাক,
সেদিনের শৈশবের বিকেলে
তোমায় দেখতে পাওয়ার আনন্দেই সন্ধ্যে নেমে আসত
আর আজ বাসন্তীরঙা চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে

রাত কেটে যায় তোমার নেশায়,
সেদিনের শৈশবের জোছনার মায়াবী আলো
তোমার উঠোনের শিউলির লাল সাদা ফুলে ফুলে ছুঁয়ে বেড়াতো
আজও চৈতি শিমুলের ফুল আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে
তোমার পাশে নিয়ে যায়, তাহলে
কি করে বুঝব বলো তুমি নেই?
পুবে-পশ্চিমে-উত্তরে-দক্ষিণে
পৃথিবীর রোজকার প্রদক্ষিণে
হাতড়ে ফিরি এপাশ ওপাশে,
রাশি রাশি কবিতারা
ফুলে ফুলে মেতে থাকা তোমার কিশোরী মন নিয়ে
ভিড় করে মনের কিনারে,
হাতড়ে ফিরি এপাশ ওপাশ সবপাশ
কোনো পাশে তুমি নেই
কেনো যে ছুঁয়ে পেতে চাই
যখন এটাই স্পষ্ট
আবছা আলোছায়া ঘেরা অস্পষ্ট
মাঝবয়সী বার্ধক্যের দরজায় দাঁড়িয়ে এটাই স্পষ্ট
সর্বত্র তুমি অস্পষ্ট
তুমি নেই, কোথাও তুমি নেই।

প্রিয়তমাকে

যদি ওকে দেখতে পাও
একবার বলে দিও
ওর বাড়ির পাশের বেগুনি ফুলের ঝোপে
এখনও একজোড়া প্রজাপতি আসে,
শুধু ও নেই পাশে তাই
প্রজাপতি ধরা আর হয় না
ওরা নিশ্চিন্তে বেগুলি ফুলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়
ভালোবাসার পরশ।

যদি ওকে দেখতে পাও
একবার বলে দিও
যে ভাঙা বেড়ার ফাঁকে লুকোচুরি খেলার মাঝে
আমরা লুকিয়ে পড়তাম
সেখানে ওর পায়ের ঝুমুর হারিয়ে গেছিলো,
ঝুমুরটি আমি কুড়িয়ে পেয়েছি
আগলে রেখেছি বুকের পাশে,
শুধু ও নেই পাশে তাই
ঝুমঝুম শব্দে মাতাল করা বিকেলটা আমি হারিয়ে ফেলেছি।

যদি ওকে দেখতে পাও
একবার বলে দিও
পৃথিবীর নিয়মে আমার চুলে পাক ধরেছে
ওর চুলেতে দু-একটি পাক ধরেছে আমি নিশ্চিত,
তবু আজও ওকে একবার দেখবার আশা নিয়ে ঘুমোতে যাই
আবার চোখ খুলে ওকেই খুঁজতে থাকে অসহায় মন।
যদি ওকে দেখতে পাও
একবার বলে দিও
আমি হারিয়ে ফেলেছি ওর ঠিকানা
হারিয়ে ফেলেছি ওর কাছে পৌঁছবার সমস্ত পথ,

কিন্তু ও তো কবে থেকেই জানে
আমার বাসা, আমার গলি, চৌমাথা
তাহলে আর কতকাল পথ চেয়ে বসে থাকি?
জীবন যে ফুরিয়ে এলো
একবার শুধু একবার তাকে এপথে ফিরে চাইতে বোলো তোমরা।
জীবন যে ফুরিয়ে এলো!
যদি একবার ওকে দেখতে পাও...

পাশে নেই

স্বপ্নেরা সারারাত দাপাদাপি করে শিয়রে
কান্নায় ভিজে যায় বালিশ, তোষক
তবু সে আসে না পাশে।
সেই কৃষ্ণচূড়ায় আজও লাল ফুল ফোটে,
লাল ফুলে রাঙানো পিচরাস্তায়
আজও হাত ধরাধরি করে হাঁটে তরুণ তরুণী,
রাতের বোবা কান্না আমায় জাপটে থাকে
তবু সে আসে না পাশে।
সূর্যের আলোর অপেক্ষায় জেগে থাকি একা
সারারাত জেগে থাকি একা।
সে আসে না পাশে।

কি করব

সকালবেলায় চোখ খুলেই তোমাকে মনে পড়লে
আমি কি করব?
তোমারও ঘুম ভেঙেছে
নাকি বেলা অবধি নাক ডেকে ঘুমোচ্ছ
জানতে ইচ্ছে করলে আমি কি করব?
সকাল সকাল একটা ফোন করে গুডমর্নিং বলতে ইচ্ছে করলে
আমি কি করব?
তুমি ব্রেকফাস্ট করে বেরোলে?
অফিসের ট্রেন ঠিক ঠিক পেয়েছ?
কালো সার্টের সাথে লাল টাই পরে বেরিয়েছ?
সেভ করে বেরিয়েছ?
কালো নাকি ব্রাউন ফ্রেমের চশমা পড়ে বেরোলে?
সবকিছু মাথায় অনবরত ঘুরপাক খেতে থাকলে
আমি কি করব?
তুমি প্রেসারের ওষুধ খেয়েছ সকালে?
রোদ্দুর তোমায় ছুঁয়েছে নাকি তুমি রোদ্দুরের পেছনে ছুটছ?
সবুজ তোমায় ধরা দিয়েছে নাকি
সবুজের টানে মাঠে ঘাটে লুটোপুটি খাচ্ছ তুমি?
রোজকার ভ্যানরিকশার কোলাহল
তোমার কর্মব্যস্ত দিনে
তোমাকে ঘিরে বেড়ে ওঠা মানুষের ব্যস্ততা
সব জানতে ইচ্ছে করলে আমি কি করব?
তুমি লাঞ্চ করেছ? জল খেয়েছ?
সারাদিনে একবারও আমায় মনে করেছ?
আমার নাম ধরে ডাকলে একবারও?
এতকিছু মনের ভেতর চেপে রাখা সম্ভব?
তাই এতবার ফোন করে ফেলি, আমি কি করব?
তোমায় ছুঁতে চায় এই মন
তোমাকে পাশে পেতে চায় এই মন
ঘুমের মধ্যেও তোমায় নিয়েই বেঁচে থাকি
আমার হার্টের কন্ট্রোল আমার হাতে নেই
আমি কি করব?
আমার হৃদয় আমার কথা শোনে না
বলো আমি কি করব?

একটাই পৃথিবী

যদি একটা পৃথিবীতে একটাই আকাশ হয়ে থাকে
তবে এসো বন্ধু প্রজাপতি, জলফড়িং সেজে উড়ে বেড়াই
ঘুড়ির পেছনে ইয়াবড়ো ল্যাজ লাগিয়ে
লাটাই হাতে দৌড়ে বেড়াই মনের সুখে,
শুধু শুধু এত এত কৃত্রিম ঘরবাড়ির কি দরকার?
গরীবের এত এত ঝুপড়ি আর বড়লোকের
দশতলা বিশতলা ফ্ল্যাটবাড়ির কি দরকার?
যদি একটা পৃথিবীর একটাই আকাশ হয়ে থাকে
তবে এসো বন্ধু খোলা আকাশের নীচে একটাই ঘর বানাই।
যদি একটা পৃথিবীতে একটাই রাজপথ হয়ে থাকে
তবে এসো বন্ধু পথে নামি বিপদে আপদে
পায়ে পা মিলিয়ে পথ হাঁটি একসাথে,
গরীবের এত এত সাইকেল, ভ্যানরিকশা আর বড়লোকের
মারুতি, হুন্ডাই গাড়ির কি দরকার?
যদি একটা পৃথিবীর একটাই রাজপথ হয়ে থাকে
তবে এসো বন্ধু পায়ে পায়ে পথ হাঁটি একসাথে সব্বাই।
যদি একটা পৃথিবীতে সকলের একটাই জীবন হয়ে থাকে
তবে এসো বন্ধু রং তুলি হাতে জীবনের ছবি আঁকি
শুধু শুধু এত দাঙ্গা, হানাহানি করে
আগেভাগে মৃত্যুকে ডেকে আনার কি দরকার?
যদি একটা পৃথিবীর একটাই জীবন হয়ে থাকে
তবে এসো বন্ধু রং তুলি হাতে জীবনের জলছবি আঁকি
তড়িঘড়ি মৃত্যুকে ডেকে আনার কি দরকার?
যদি একটা পৃথিবীতে একটাই জাতি 'মানুষ' হয়ে থাকে
তবে এসো বন্ধু একটাই হাঁড়িতে সাদা ভাত ফোটাই
হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান
এত এত জাতিভেদে, রংভেদে কি দরকার?
যদি একটা পৃথিবীর একটাই জাতি 'মানুষ' হয়ে থাকে
তবে এসো বন্ধু হাতে হাত রেখে

মানুষেরই জয়গান গাই
এসো বন্ধু একটাই হাঁড়িতে সাদা ভাত ফোটাই।

মেঘ

মেঘের দেশে বাড়ি
মেঘরঙা সব ঘর
এই মেয়ে তুই মেঘ মেঘ মনে দিনটা শুরু কর।
সূয্যিমামা লাল লাল চোখে
খিড়কিতে দেয় উঁকি
এই মেঘ তুই চোখ মেলে দেখ
গাছপালা আর যত নদীনালা
তোর দিকে গেছে ঝুঁকি
আকাশের গায়ে ভেজা ভেজা মেঘ
উড়ে উড়ে আসে মাটির কাছে
সর্দিতে ভেজা একখানা মেঘ
ফ্যাচ ফ্যাচ করে হাঁচে
ঘুম ঘুম চোখে মেঘ উঠে কয়
এই যে ঠোঁট বাঁকা লাল লাল যত পাখী
সবজে রঙা এই যে গাছপালা
নীল নীল জলে ছোপ ছোপ আঁকা এই যে নদীনালা
দূর হয়ে যা এখন সবাই
কালকে আবার আসিস
এত এত বই এত এত পড়া
একটু পড়তে বসি?
মেঘলা আকাশ রোদ ধরে দে
একমুঠো রোদ ছুঁয়ে যাওয়া মেঘ পেড়ে দে
গায়ে হাত পায়ে রোদ্দুর মেখে একটু পড়তে বসি।

গোটা একখানা রোদ্দুর মাখা
ফুটফুটে মেয়ে মেঘ
বইয়ের দেশে হারিয়ে গেল
হারিয়ে গেল গোটা শৈশব বইয়ের দেশে

এক নিমেষে
মেঘ-বৃষ্টির গোটা শৈশব এমনি করে
হারিয়ে যায়
বইয়ের পাতায়
হায়।

কথা শোনো

এতো দূর যেও না যে
কাছে আসতে একটা জীবন লেগে যায়
এতো ফুল দিও না দেবতার পায়ে
যে দেবতা বাস করে পথে ঘাটে
যে দেবতা কাঁদা পাঁক ঘাঁটে
তার পায়ে ঘাম আর রক্তের ছাপ
কাঁটার পাহাড় জমেছে তার গায়ে
এতো ফুল দিওনা দেবতার পায়ে
এতো দূর যেও না যে
কাছে আসতে একটা জীবন লেগে যায়।

স্কুলের পড়া

ক্লাস ফোরে পড়ে মেয়েটা
মস্ত স্কুলের পড়া
সকালে ঠেলে তুলে দাও ঘুম থেকে
সোমবার বাংলা সাহিত্যের পড়া সকাল সকাল
সময় বরাদ্দ সকাল আটটা থেকে দশটা
"দুর্মুখ, ভজহরি, তোতাকাহিনি, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা..."
এরপর পিঠে বোঝা নিয়ে গোগ্রাসে গিলে
ইস্কুলের পথে মেয়েটা, মস্ত ইস্কুল তার সাউথ পয়েন্ট।
বিকেলে বাড়ি ফিরে ছটা থেকে আটটা ব্যাকরণ
সাধু-চলিত, পদ, লিঙ্গ, ক্রিয়ার কাল আরও কত কি
আটটা থেকে দশটা বাংলা রচনা, অর্থ, বানান
এরপর খাও আর শোও
মঙ্গলবার সকাল সকাল ইংরেজি সাহিত্য
"Deepa's Doll, Mr. Nobody, Thrush Girl...
আরও আরও আরও
বিকেলে ক্লান্ত দশ বছরের মেয়েটা ইংলিশ গ্রামার পড়ে
Parts of speech, Preposition, Tense
ওর মুখটা পুরোপুরি টেনশানে ভরা
বুধবার অঙ্ক, যেন অলিম্পিয়াডে যাবে কালই
মেট্রিক মেসারমেন্ট, hour-minute,
ইনভার্স প্রোপোশান, প্রবলেম সাম
সব আছে, সব কিছু আছে
বৃহস্পতিবার ইতিহাস-ইস্কুল-ভূগোল
তিনটে ইতিহাস বই, দুটো ভূগোল বই
শুক্রবার সকালে জিকে বিকেলে কমপিউটার
শনিবার জেনারেল সায়েন্স বাড়ির আন্টি
রবিবার ক্রাফট্—প্রোজেক্ট ওয়ার্ক—হোমটাস্ক
প্রতি সপ্তাহে মঙ্গল-বৃহস্পতি টেস্ট
দশ বছরের মেয়েটার জীবনে খেলা নেই
মাঠ-ময়দান, আত্মীয়-পরিজন, বাতাস-অক্সিজেন

দাদা-ঠাকুমার স্নেহ মমতার সময় নেই
সপ্তাহে সাতদিনে দশটা সাবজেক্ট
ভুলেও যায় যা পড়ে, যা লেখে
টেনশান মেয়েকে গ্রাস করে থাকে
গ্রাস করে থাকে বাবা-মাকে, গোটা পরিবারে
বড় স্কুলে পড়ে, মস্ত বড় স্কুলে পড়ে মেয়েটা
সাউথ পয়েন্ট স্কুল!

উত্তর জানা নেই

যদি প্রশ্নটা হয় মেঘ তুই চ্যাপ্টা নাকি শক্তুর
উত্তরে মেঘের গায়ে তখন এক পশলা বৃষ্টি আর রোদ্দুর
যদি প্রশ্নটা হয় কুয়াশা তুই নষ্ট মেয়ে নাকি কৃষ্ণকলি
সকালকে চাদরে জড়িয়ে কুয়াশা ধরেছে গানের কলি
যদি প্রশ্নটা হয় বৃষ্টি তুই হলুদ নাকি সবুজ
শরতের সাঁঝে মাটির দাওয়ায় বৃষ্টি পড়ছে অবুঝ
যদি প্রশ্নটা হয় রোদ্দুর তুই প্রেমিক নাকি বোকা
শীতের স্নিগ্ধ দুপুর, চিলেকোঠায় রোদ্দুর পড়েছে একা
যদি প্রশ্নটা হয় সকাল তুই মুখপোড়া নাকি পাখি
উত্তরের আর সময় কোথায়?
মেঘের মাথায় ঘুমঘুম সকাল রোদ্দুরকে দিল ফাঁকি।

ভালো লাগে

আমার আকাশ ভালো লাগে
তাই আকাশ পেতে শুই
আমার বাতাস ভালো লাগে
তাই বাতাস বুকে বই
আমার সবুজ ভালো লাগে
তাই সবুজের সহচর
আমার স্বপ্ন ভালো লাগে
তাই এমনি ঘুমকাতর
আমার রোদ্দুর ভালো লাগে
তাই হলুদ তোষক বালিশ
আমার ভগবান ভালো লাগে
তাই জমে গেছে অনেক নালিশ
আমার আগুন ভালো লাগে
তাই রক্তচক্ষু এমন
আমার তোকেই ভালো লাগে
সেটাই স্বপ্ন দেখার কারণ।

বাঁশি

বাঁশির শব্দে ঘুম ভাঙে রোজ
কর্পোরেশনের জমাদারের বাঁশি
বাড়ি বাড়ি ঘুরে ময়লা নিয়ে যায় ঠেলাগাড়িতে
ময়লার সাথে সাথে আজ এ বাড়ি
কাল ও বাড়ির গালিগালাজ বরাদ্দ ওর
গাড়িটা এক পা এগিয়ে গেলেও গালি
গাড়িটা এক পা পিছিয়ে থাকলেও গালি
বাঁশির শব্দ বাড়িওয়ালির কানে না পৌঁছোলেও গালি
বাঁশির শব্দ বাড়িওয়ালির কানে বেশি পৌঁছোলেও গালি
তবু হাসিমুখে সারা পাড়ার জঞ্জাল কুড়োয় ওরা
মাস মাইনের বিনিময়ে ওরাই তো ঘুরে ফেরে দোরে দোরে
পৃথিবীকে করে জঞ্জাল মুক্ত
আমরা শিক্ষিত সমাজ
পেরেছি কি মনের জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলতে ওদের মতো?

সবুজ হলুদ

সকাল সকাল জীবন ফিরে পাই
এক ঝটকায় জানালা খুলে
সবুজের কাছে যাই।
সবুজ তখন জলছবি যেন
প্রাণোচ্ছল কিশোরী বেশে
দিকবিদিক দাপিয়ে বেড়ানো
সহজ সরল স্বপ্ন সবুজ
পায়ে পায়ে ডাকে আয়
হাতে পায়ে আর গোটা শরীরে
সবুজ মলাটে জাপটে জড়ানো হৃদয় মাঝারে
শুধুই শ্যামল শুধুই সবুজ।
বেলা গড়ায়,
জীবন তখন মাঝবয়সী
দগ্ধ দুপুরে রোদ্দুর ভারী
সবুজের গায়ে হলুদের তুলি
কচি ঘাসে মাখা সবজে স্বপ্ন
হলদে প্রলেপে মাথাটা নোয়ানো,
কাঁচা পাকা চুলে হঠাৎ করে
ধূসর কালো আঁধার ডাকে
মৃত্যু মিছিলে সারি সারি বাঁধো,
কালচে কালচে আলোর ছটফটানি
আলো আঁধারে নিয়ে চলে টানি
জীবন রয়েছে বোবা কান্নায়
স্বপ্নেতে সবুজ টইটম্বুর
কানায় কানায়।

জয়গান

বিষণ্ণ সারাদিনের আনকোরা রুটিনে
এলোমেলো চলাফেরা কলকাতার বুকে পিঠে,
অবসাদে ভিজে আছে ফুটপাথ সড়ক রাজপথ মায় সভ্যতা
সময়ের গতিপথে আঁকিবুঁকি কাটে
ডান বাম মধ্যপন্থীদের নানামত নানাপথ,
মিটিং মিছিলের ব্যস্ত নগরীতে
শান্তির সাদা পায়রা হয়েছে ধূসর,
অসময়ের অশক্ত অশুভ চলাফেরা যেখানে সেখানে,
আসন্ন ঝড়ের গন্ধে পিঁপড়েরা বাসা পাল্টায়
দলে দলে নতুন বাসায়,
ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিতে স্পষ্ট দেখা যায় স্ফুলিঙ্গ লেলিহান
ঝড়ের দামামা বাজে যত্রতত্র,
তবুও শোনা যায় অস্পষ্ট অস্ফুট
জীবনের জয়গান, সভ্যতার জয়গান, সর্বত্র।

দেখো

যদি পড়তেই হয়
স্লো মোশানে পোড়ো,
একতলা ছাদ থেকে শোলার বলকে
থুড়ি মুরগির পালককে নীচে ফেলে দিলে
যেভাবে পড়ে ঠিক সেইভাবে,
ধপ্ করে পড়ে যেওনা যেন,
তোমার ঐ লাল টুকটুকে মুখ
ছবির মতো নায়ক নায়ক চেহারা
ফেটে চৌচির হয়ে যাবে
দেখতে বড়ো খারাপ লাগবে,
পড়তে তোমাকে হবেই, শুধু দেখো
তোমার তুলতুলে নরম শরীরে
মলম লাগানোর মতো জায়গা যেন অবশিষ্ট থাকে।

একটু জীবনের জন্যে

আমার বাড়িতে একজন মাসি আজও আসে
কাজের মাসি, যমুনা মাসি।
দিনে দুবার আসে, সকালে দুপুরে
ঘর ঝাঁট দেয়, বাসন মাজে, ঘর মোছে।
পঁচিশ ত্রিশ বছর আগের কথা—
আমার বয়স তখন দশ বারো বছর,
তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে পথে বসেছিলো যমুনামাসি
বাবা ছেড়ে চলে গেছে ওদের
অন্যত্র বিয়ে করে সংসার পেতেছে
অগত্যা বাঁচার তাগিদে বাড়ি বাড়ি কাজ ধরেছিলো যমুনামাসি।
দেবা দিলীপ নিরাশা তিনছেলেমেয়েকে নিয়েই
বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাজ করতো যমুনামাসি,
সকাল থেকে রাত অবধি ঘুরে ঘুরে কাজ করে
মাসে তিন চারশো টাকা হতো সেই সময়,
ছেলেমেয়েদের কোনো বাড়ি মুড়ি কোনো বাড়ি চিড়ে
যা জুটতো তাই খাওয়াতো।
কাজের মাঝেই বাশদ্রোণী বাজার থেকে
শেষ বাজারের শাকসবজি নিয়ে আসতো কম দামে,
আমার স্পষ্ট মনে আছে রোজ এসে
আমার মাকে দেখাতো ব্যাগভর্তি কপিপাতা,
একটা মুলো, দুটো পটল—দাম একটাকা,
আমি বিদ্রূপ করতাম রোজ
বয়স তখন খুব কম আমার
তাই হয়তো মজা পেতাম এক টাকার বাজার শুনলে
জিজ্ঞেস করতাম "মাসি তোমার কে হয় গো, যে
রোজ এক টাকায় এত শাক পাতা দেয়?"
একটু বড়ো হয়ে একদিন মাসির বাজার করা
দেখতে গেছিলাম লুকিয়ে, বিশ্বাস করুন
প্রতিটি সবজি বিক্রেতা মাসিকে দেখেই

মুখ ফিরিয়ে রাখছিল অল্প পয়সার খদ্দের বলে,
আমার কান্না পেয়ে গেছিলো মাসির কাকুতি মিনতি দেখে,
পকেটে পয়সা নেই তবু ছেলেমেয়েদের
মুখের গ্রাস রোজ জোগাড় করতে হবে!
রাতে প্রায় দু-মাইল পথ হেঁটে
ভাড়াবাড়িতে ফিরতো ছেলেমেয়ে নিয়ে।
বাড়ি ফিরে সেদ্ধ ভাত তরকারি রান্না হতো রোজ
এরই মধ্যে স্কুলে ভর্তি করিয়েছে তিন ছেলেমেয়েকে
নিজের সাধ্যের মধ্যেই বড় করে তুলেছে ওদের,
ছেলে দুটো হায়ার সেকেন্ডারি পাশ আর
মেয়েটা বিয়ে পাস করে নার্সিং ট্রেনিং করেছে।
দুই ছেলেই আজ চাকরি করে
ইনস্টলমেন্টে জমি কিনে বাড়ি করেছে যমুনা মাসি
আজ আর বাড়ি বাড়ি কাজ না করলেও চলে
ছেলেমেয়েরাও চায় না মা বাড়ি বাড়ি কাজ করুক,
তবুও শীত গ্রীষ্ম বর্ষাতে কামাই নেই,
ছুটি নেই যমুনা মাসির—
আজও একই ভাবে কাজ করে চলেছে নিরলস,
কাজ শেষে কোনো বাড়িতে মুড়ি, চানাচুর—
কোনো বাড়িতে ভাত ডাল তরকারি বরাদ্দ
মাটির কাছাকাছি আজও আছে যমুনা মাসি,
সহায় সম্বলহীন নিরক্ষর এক মহিলা
শুধু মনের জোরে কিভাবে তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে
বাঁচতে পারে, জীবন সাজাতে পারে
সে দৃষ্টান্ত আছে হাতের পাশেই,
শুধু চোখ চেয়ে দেখলেই শেখা যায়
জীবনের গল্প জীবন থেকেই নেওয়া
জীবনের ওঠানামা সয়ে
বেঁচে থাকা একটু জীবনের জন্যে।

জীবন সংগ্রাম আমি দেখিনি, শুনেছি। ষাটের দশকে একটি ষোলো-সতেরো বছরের যুবক বাংলাদেশ থেকে কপর্দকশূন্য অবস্থায় কোলকাতা এসেছিলো আরও হাজার হাজার শরনার্থীর মতোন। তিনি আমার বাবা। রাতের পর রাত শিয়ালদহ স্টেশনের ধারে কেটেছে শুনেছি। নেতাজিনগর কলোনীর ১ নম্বর ওয়ার্ডের মাঠের পাশের একটি বাড়ীতে জন্ম আমার। সেখানেই একটি ছোট্ট ঘরে ভাড়া থাকতাম আমি, বাবা, মা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা আর আমার ছোট্ট বোনু। দিনে আঠারো কুড়ি ঘন্টা কাজ করতে দেখেছি বাবাকে প্রতিদিন। অন্তত কুড়ি বছরের সাক্ষী আমি নিজেই। স্বপ্ন একটাই ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে। আজ বাবা একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চেয়ারম্যান। আর আমি এসব কথা বলতে পেরে গর্বিত সন্তান। আমি শুধু অঙ্গীকার করতে পারি বাবার স্বপ্নকে সার্থক করার। আর বাবার স্বপ্নগুলো আমি জানি, স্পষ্ট জানি।

আমি জানি এই বইটিও আমার বাবার স্বপ্নের।

ISBN : 978-93-81687-18-5

লাল গোলাপ ■ সুশান্ত দাশ

সুশান্ত দাশ

লাল গোলাপ